কাঁকড়া সংকলন

কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্দোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প

প্রথম সংস্করন, ২০২২ খ্রিঃ পেইস প্রজেক্ট , কোস্ট ফাউন্ডেশন

প্রকল্পের বিবরন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যেগে পেইস প্রকল্প গত ৭ ই জুন ২০২১ হতে “কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্দোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, টেকনাফ উপজেলার সর্বমোট ২৪০০ জন কাঁকড়া চাষী ,কাঁকড়া শিকারি, কাঁকড়া ডিপোমালিক এবং উদ্দ্যোক্তা পর্যায়ের দুইটি কাঁকড়া হ্যাচারি নিয়ে এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কক্সবাজার সদর উপজেলায় বাজার কমিটি, কাঁকড়া চাষী, ভোক্তা ও কাঁকড়া বিক্রেতাদের নিয়ে ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত ।

প্রকল্প পরিচিতি দিচ্ছেন ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোহাম্মদ আবু নাঈম

ছবিয়ালঃ মোঃ আবদুল্লাহ তারিখঃ ৩ মার্চ ২০২২

পেইস (কাঁকড়া) প্রকল্প ইফাদের অর্থায়নে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্দ্যেগে কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্দোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্ম এলাকা কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চত্ত্বরে বাজার কমিটি, কাঁকড়া চাষী, ভোক্তা ও কাঁকড়া বিক্রেতাদের নিয়ে ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে ।

ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে উক্ত এলাকার মেম্বার, চৌফলদন্ডী বাজার কমিটির সদস্য, কাঁকড়া বিক্রেতা, কাঁকড়ার ভোক্তা সহ প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর জনাব মোহাম্মদ আবু নাঈম উপস্থিত ছিলেন। সম্পুর্ণ প্রোগ্রামটি সঞ্চালন ও পরিচালনা করেন প্রকল্পের মার্কেটিং অফিসার জনাব মোঃ আবদুল্লাহ।

ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামের শুরুতে উপস্থিত প্রকল্পের কর্মকর্তা প্রকল্পের লক্ষ্য ,উদ্দেশ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন । এছাড়াও তিনি সাম্প্রতিক করোনাকালীন সময়ে কাঁকড়ার রপ্তানি বন্ধ থাকায় চাষীরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার কিছুটা আলোকপাত করেন, সর্বশেষ তিনি উল্লেখ করেন যে কাঁকড়ার স্থানীয় বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি ও কাকড়ার ভোক্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা অতীতের মতো ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে যেতে পারি। এছাড়াও উপস্থিত ভোক্তারা স্থানীয় বাজারে কাঁকড়ার সহজলভ্যতা বাড়াতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে বাজার কমিটি সহ উপস্থিত কাঁকড়া চাষী ও ডিপো মালিকদের প্রস্তাবনা পেশ করেন। সর্বশেষ প্রকল্পের কর্মকর্তা কাঁকড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং কাঁকড়ার পুষ্টিগুন নিয়ে আলোচনা করেন।

কাঁকড়া ডিপোমালিক প্রোগ্রামে তার মতামত পেশ করছেন।

ছবিয়ালঃ মোঃ আবদুল্লাহ তারিখঃ ৩ মার্চ

সফল কাঁকড়া চাষী প্রোগ্রামে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন।

ছবিয়ালঃ মোঃ আবদুল্লাহ তারিখঃ ৩ মার্চ

প্রয়োজনেঃ
মোহাম্মদ আবু নাঈম
ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর
মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫